নেইমারের দুই সতীর্থ করোনায় আক্রান্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্যারিস সেন্ট জার্মেইর (পিএসজি) দুই তারকা মার্কো ভেরাত্তি এবং আব্দু দিয়ালো। ফিরতি পিসিআর টেস্টে পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর স্বেচ্ছা-আইসোলেশনে আছেন নেইমারের এই দুই সতীর্থ। শুক্রবার খবরটি নিশ্চিত করেছে লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নরা।

পার্ক দে প্রিন্সেসের নতুন কোচ মাউরিসিও পচেত্তিনোর অধীনে টানা ষষ্ঠ ম্যাচে অপরাজিত থাকার লক্ষ্য নিয়ে রবিবার লিগে লরিয়েন্তের মুখোমুখি হবে পিএসজি। করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ম্যাচটিতে থাকছেন না ভেরাত্তি-দিয়ালো।

চলতি মৌসুমের ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে ২১ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে পিএসজি। চ্যাম্পিয়নদের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ও এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে লিঁও। তবে নিঁমসকে হারাতে পারলে ২ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষস্থান দখল করবে ৯ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

করোনা: দর্শকহীন অলিম্পিক আয়োজনের পরিকল্পনা

করোনার তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড বিশ্ব। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর প্রভাব পড়েছে ক্রীড়া জগতেও। যদি করোনা নিয়ন্ত্রণে না আসে তাহলে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে হতে পারে টোকিও অলিম্পিক। গেমস আয়োজন করার যে সব বিকল্প রাস্তা ভেবে রেখেছে আয়োজক কমিটি- তার মধ্যে এটাও আছে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ প্রতিদিনই ভিডিও কনফারেন্স করছেন টোকিও গেমসের দায়িত্ব থাকা কমিটির

সদস্যদের সঙ্গে। সেই সভাতেই এই ইঙ্গিত দিয়েছেন টমাস।

টোকিও গেমসের আয়োজক কমিটির প্রেসিডেন্ট ইওশিরো মোরি যা নিয়ে বলেছেন, ‘আমরা সব রকম চেষ্টা করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, গ্যালারি দর্শকশূন্য করে গেমস হতে পারে না। কিন্তু পরিস্থিতি সে দিকেও গড়াতে পারে। আইওসির প্রেসিডেন্টও এই কথাই বলছেন।’

একটা ব্যাপার নিশ্চিত করে দেওয়া যেতে পারে, অলিম্পিক আর কোনভাবেই পিছবে না। আগামী মাসে পাখ, টোকিও গভর্নর ইউরিকো কোইরি, অলিম্পিকমন্ত্রী সেইকো হাসিমোতো ও মোরি বৈঠকে বসবেন। ওই সভাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। মোরির কথায়, ‘পরিস্থিতি এখনও জটিল। তবে তার মধ্যে কীভাবে গেমস আয়োজন করা যায়, তার সমস্ত পথ আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি।

এই পরিস্থিতিতেই আয়োজক কমিটির সিইও তোশিহিরো মুতো বলেছেন, ‘অতিমারির মধ্যে সুরক্ষিত গেমস আয়োজন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তার জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।’ আয়োজকরা যাই বলুন না কেন, অলিম্পিক নিয়ে কিন্তু আশা ও আশঙ্কা দুই-ই বাড়ছে।

সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের রাজনৈতিক বৈধতা রক্ষা করা চাই

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের কোনো সদস্য বা প্রশ্রয়দাতাকে গ্রেফতার করে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে আমস্টারডমের (নেদারল্যান্ডস) গবেষণা সংস্থা ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ (ইফসাস)। জঙ্গিবাদী সংগঠন আল-কায়েদা, আইএস ও লস্কর-ই-তৈয়বা দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপে যে কার্যপ্রণালি মেনে চলছে তার ওপর ২৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট চলতি জানুয়ারিতে প্রকাশ করেছে ইফসাস। রিপোর্টের শিরোনাম: ‘আল-কায়েদা, আইএস অ্যান্ড লস্কর-ই তৈয়বা: মোডাস অপারেন্ডি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইউরোপ’।

রিপোর্টে সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রচার ও প্রসার রুখতে বেশকিছু করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, সন্ত্রাস মামলায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলো আন্তর্জাতিক নাগরিক ও মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। মামলায় ধৃত ব্যক্তিকে কৌঁসুলি রাখার সুযোগ দিতে হবে, প্রয়োজন হলে তাকে দিতে হবে দোভাষী এবং নিষ্কলুষ বিচারের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হবে। নইলে অভিযোগের রাজনৈতিক বৈধতা হারিয়ে যাবে।

ইফসাসের রিপোর্টে লস্কর-ই-তৈয়বা (শুভকর সেনা) জিহাদের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানি হাফিজ সাইদ একসময় বলতেন, ‘লস্করের লক্ষ্য হচ্ছে ওয়াশিংটন, তেলআবিব ও নয়াদিল্লিতে ইসলামের ঝান্ডা ওড়ানো।’ আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের সময় এলইটি (লস্কর-ই-তৈয়বা) আফগান মুজাহিদিনের সহায়ক গ্রুপ হিসেবে সক্রিয় ছিল। পরে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং সে দেশের সামরিক সংস্থাপনার মদদে পুষ্ট হয়ে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে। এলইটির জঙ্গিরা ১৯৯৬ সালে কাশ্মীরে ১৬ জন হিন্দু হত্যা করে ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজর কাড়ে।

ভারতের মুম্বাই, নয়াদিল্লি, নাগপুর, বেনারস শহরে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলায় একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহার করে তাক লাগিয়ে দেয়। আইএসের সঙ্গে সংযোগ থাকায় তারা সহজেই মারাত্মক সব অস্ত্র পেয়ে যায় বলে ইফসাস রিপোর্টে জানা যায়। আইএসের জঙ্গিরা নিষ্ঠুর পন্থায় তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো দখল এবং অপহরণ ও মুক্তি বাণিজ্য করে তারা নিয়মিত বাহিনীর মতো শক্তিধর হয়েছিল। তখন তাদের কৌশল ছিল ‘আঁকড়ে থাকো আর দখলদারি প্রসারিত কর।’

মার খেতে খেতে পিছু হটতে এখন তাদের কৌশল ‘টিকে থাকো আর কাজ কর।’ ধারণা করা হচ্ছে, শক্তির ধার কমে যাওয়ায় আইএস কৌশল পাল্টিয়ে গতানুগতিক সন্ত্রাসবাদের পথ ধরবে। এটা করলে প্রচুর জনবল ও অর্থায়নের দরকার হবে না। আইএসের মতো আল-কায়েদাও হীনবল হয়ে উঠেছে মনে করা হয়। ১৯৮৮ সালে ওসামা বিন লাদেন এ সংগঠন গড়ে তোলেন। আল-কায়েদা সারা বিশ্বকে চমকে দেওয়া ৯/১১-এর ভয়াবহ বিমান হামলা চালায়। ২০১১ সালে লাদেন মারা গেলে তারা সন্ত্রাস দমন অভিযানের ‘বিপদ’ এড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে।

ইফসাস রিপোর্ট বলছে, লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনগ্রসর ধ্যান-ধারণায়

পুষ্ট জঙ্গি গ্রুপ তিনটির সক্রিয় সদস্যরা তাদের কৌশলগত সুবিধা অর্জনের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। রিপোর্টে বলা হয়, এরা মাঝেমধ্যে নিজেরা আদর্শিক কলহে লিপ্ত হয়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানলে আবার তারা সংঘবদ্ধ হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ রুখতে আইন তৈরি ও প্রয়োগের সময় সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, আইনের অপপ্রয়োগের কারণে সন্ত্রাস নির্মূলের কাজ মন্থর হয়েছে। সন্ত্রাসীকে টার্গেট করবে আইন, শুধু সন্ত্রাসীকেই।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর

ডেভিস শহরে এভাবেই ভেঙে ফেলা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ডেভিস শহরে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এই ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত।

শনিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস শহরের সেন্ট্রাল পার্কে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ভারত। ২০১৬ সালে ওই ভাস্কর্য ডেভিস শহরকে উপহার দিয়েছিল ভারত সরকার।’

পাশাপাশি, বিষয়টি মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরের গোচরে এনে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য আবেদন জানিয়েছে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস।

এ ঘটনায় আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শোক প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দোষীদের বিরুদ্ধে যত দ্রুত সম্ভব আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কারণ এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয়। এদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় আবেদনের সুযোগ থাকে শিক্ষার্থীদের। অন্তত ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় দফায় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর সঙ্গে ভর্তিচ্ছুর তালিকায় যুক্ত হবে আগের বছরের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরাও। সে হিসাবে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেয়ে ভর্তি হতে হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ (২০১৯) প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান ও সমমান পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য মোট আসন রয়েছে মাত্র ৪৭ হাজার ১৭১টি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে ৮ লাখ ৭২ হাজার ৮১৫টি। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ৬ হাজার ৭৫টি।

সব মিলিয়ে ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে মাত্র ৯ লাখ ২৬ হাজার ৬১টি। এ ছাড়া ইউজিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাস/ স্নাতক সম্মান ও সমমান পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য মোট আসন রয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ১৫৭টি। সব মিলিয়ে সারা দেশে ১১ লাখ ১১ হাজার ২১৮ জন শিক্ষার্থীর ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে গতকাল ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সাংবাদিকদের বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গত বছর যে সুযোগ ছিল, এবার স্বাভাবিকভাবে একটু বেড়েছে। সবাইকেই এ পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে, বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়েই ভর্তির সুযোগ পাবে তারা।

মন্ত্রী বলেন, পাস করা সব শিক্ষার্থী ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলেও ভর্তির সুযোগ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কলেজে পর্যাপ্ত আসন রয়েছে ভর্তির জন্য। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের স্থান তৈরি করতে হবে তাদের। এবার ভর্তি পরীক্ষায় হয়রানি কমাতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সবাই পাস, জিপিএ-৫ দেড় লক্ষাধিক

করোনা মহামারীর কারণে পরীক্ষা ছাড়াই অষ্টম শ্রেণির জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের ফলের ভিত্তিতে গতকাল এইচএসসি ও সমমান ২০২০-এর ফল প্রকাশ করেছে সরকার। ফলাফলে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ ছাত্র-ছাত্রী। এই জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ফল প্রকাশ উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। পরীক্ষা না নিয়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে ফল প্রকাশের কারণে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফলাফল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- গত বছর ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬২৯ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৯ লাখ ৮৮ হাজার ১৭২ জন। শতকরা পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ বছর ১১ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর ফলাফলে জিপিএ-৫ এসেছে।

নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে উত্তীর্ণ ১১ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬১৪ জন। শতকরা ১৩ দশমিক ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ৮৮ হাজার ৩০২ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৮ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৪৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৪৫ জন। শতকরা হিসাবে ৩ দশমিক ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

পাসে এগিয়ে ছাত্ররা : এ বছর ১১টি শিক্ষাবোর্ডে ছাত্র ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার ৮৮৫ জন। ছাত্রী ছিল ৬ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। সব পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ায় পাসের সংখ্যায় এগিয়ে আছেন ছেলেরা। তবে জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন মেয়েরা। ৭৮ হাজার ৪৬৯

ছাত্র ও ৮৩ হাজার ৩৩৮ জন ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। বিদেশের আট কেন্দ্রে ২১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬২ জন।

এগিয়ে ঢাকা বোর্ড: বোর্ডভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থী বেশি থাকায় ফলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডে ৩ লাখ ২৬ হাজার ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে এ বোর্ড। এ বোর্ডে ৫৭ হাজার ৯২৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহীতে ২৬ হাজার ৫৬৮, কুমিল্লায় ৯ হাজার ৩৬৪, যশোরে ১২ হাজার ৮৯২, চট্টগ্রামে ১২ হাজার ১৪৩, বরিশালে ৫ হাজার ৫৬৮, সিলেটে ৪ হাজার ২৪২, দিনাজপুরে ১৪ হাজার ৮৭১ এবং ময়মনসিংহ বোর্ডের ১০ হাজার ৪০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ে জিপিএ-৫ হারালেন ৩৯৬ শিক্ষার্থী: করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে পরীক্ষা না নিয়ে দুই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফল তৈরিতে ‘সাবজেক্ট ম্যাপিং’ করায় আগের দুই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলেও এবার ৩৯৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি। এ ছাড়া জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও এবারের মূল্যায়নের ফলাফলে ১৭ হাজার ৪৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানান, জেএসসি ও এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেলেও ২০১৭ সালে এইচএসসিতে ১৭ হাজার ৩৭১ জন, ২০১৮ সালে ৫২ হাজার ৬৩৪ জন এবং ২০১৯ সালে ৪৫ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি।

অপরদিকে জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও ২০১৭ সালে ৬ হাজার ৯৭৬ জন, ২০১৮ সালে ৪ হাজার ১৫৭ জন এবং ২০১৯ সালে ৮ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল বলেও জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, জেএসসি ও সমমান এবং এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার গড় মানের ভিত্তিতে এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেএসসি ও সমমানের ২৫ শতাংশ এবং এসএসসি ও সমমানের ৭৫ শতাংশ গড় নম্বর বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে এসএসসি ও সমমান এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ফল প্রস্তুত করা হয়। ফল নির্ধারণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আট সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে ফল প্রকাশ করা হয়।

এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রুপ/বিভাগ পরিবর্তনকারী পরীক্ষার্থী, বোর্ড পরিবর্তন পরীক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী, মানোন্নয়ন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফল পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়। মন্ত্রী বলেন, এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণের সময় যে অর্থ জমা দিয়েছিলেন, পরীক্ষা না হওয়ায় তার কিছু অংশ ফেরত পাবেন তারা।

কলেজে ছিল না শিক্ষার্থীদের কোলাহল-উচ্ছ্বাস : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এইচএসসির ফলাফলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না কলেজগুলোতে। চিরচেনা কোলাহলও ছিল না কলেজের সামনে। করোনা পরিস্থিতিতে এবারের ফল অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জমায়েত না হওয়ার নির্দেশনা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ওয়েবসাইট (www.educationboardresults.gov.bd) ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফল পাওয়া যাবে মোবাইলে এসএমএস করেও। এ জন্য HSC লিখে স্পেস দিয়ে শিক্ষা বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর দিয়ে স্পেস দিয়ে রোল লিখে স্পেস দিয়ে ২০২০ লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

ফলাফলের রিভিউ শুরু ৩১ জানুয়ারি: ঘোষিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলে যারা খুশি হতে পারেননি, তারা আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফলাফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে জানিয়ে গতকাল নোটিস জারি করেছে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি। শুধু টেলিটকের প্রিপেইড মোবাইল থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে। ম্যানুয়ালি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

রিভিউ আবেদন করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে জঊঠ লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। শিক্ষার্থী প্রতি আবেদন ফি ১২৫ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল ফলপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, যদি মূল্যবোধ তৈরি না হয়, তাহলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কী হবে। মানবিক গুণে গুণান্বিত হও। চারপাশে তাকাও। মানুষকে ভালোবাস। নীতিনৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠ। স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হও। নিঃস্বার্থ চিত্তে মানব কল্যাণে নিবেদিত হও।

অভিভাবকদের বলেন, সন্তানদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবেন না। স্বার্থপর হিসেবে গড়ে তুলবেন না। দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা যদি আপনার সন্তান না পায়, মনে রাখবেন এ শিক্ষা অর্থবহ হবে না। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যারা শিক্ষকতা পেশায় আছেন, তাদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে আপনারাই রাখতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেনসহ বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৪র্থ বার মেয়র নির্বাচিত হলেন মতিয়ার রহমান

নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে দর্শনা পৌর নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নোকা প্রতীক নিয়ে ৪র্থ বার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন মতিয়ার রহমান।

ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে হাবিবুর রহমান বুলটের ভরাডুবি হয়েছে। স¦তন্ত্র প্রার্থী জামায়াত নেতা আশকার আলী রয়েছেন ৩য় অবস্থানে। গতকাল শনিবার সকাল ৮ টা থেকে বিরতিহীনভাব বিকাল ৪ টা পযন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

এ নির্বাচনে দর্শনা পৌর মেয়র পদে ৩, সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলর পদে ৮ ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে লড়াই করেন। সুষ্টু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অসংখ্য পুলিশ-আনসার ছাড়াও মাঠে ছিলো ৩ প্লাটুন বিজিবি ও ২ প্লাটুন র্যাব। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন।

এবারের নির্বাচনে ৯টি ওয়ার্ড, ১৬ টি ভোট কেন্দ্রে ও ৮২ টি বুথে

গোপন ব্যালোটের মাধ্যম ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা ২৭ হাজার ৫২০জন। ভোট পোল হয়েছে ১৯ হাজার ৬৫৩ ভাট। বাতিল হয়েছে ২৯০ ভোট। এ নির্বাচনে আ. লীগ মনোনীত মতিয়ার রহমান নৌকা প্রতীকে ১৭ হাজার ৭৩৬ ভোট পেয়ে ৪র্থ বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদদ্বী ধানের শীষ প্রতীকে হাবিবুর রহমান বুলেট পেয়েছেন ১ হাজার ১৯৪ ও সতন্ত্র প্রার্থী জামায়াত নেতা আশকার আলী মোবাইল ফোন প্রতীকে পেয়েছেন ৪৩৩ ভোট।

এ দিক বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সাংবাদিক সম্মলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী হাবিবুর রহমান বুলেট। তিনি ক্ষমতাশীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধ অভিযোগ তুলেই নির্বাচন বর্জন করেছেন। এ দিক ১, ২ ও ৩ নং সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড বিলকিছ খাতুন (চশমা) প্রতীক ৩৪৩১ ভোট, ৪,৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড জাহানারা খাতুন (চশমা) প্রতীক ৩০৩২ ভোট ও ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড সুরাতন নেছা (আনারস) প্রতীক ২৩৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

৯টি ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলরদের মধ্য ১ নং ওয়ার্ড এর হাসান খালেকুজ্জামান (পানির বাতল) প্রতীক ৬৬৪, ২ নং ওয়ার্ড এনামুল কবির (পাঞ্জাবী) প্রতীক ৮৯৩, ৩ নং ওয়ার্ড রবিউল হক সুমন (উটপাখি) প্রতীক ১৮৫০, ৪ নং ওয়ার্ড মনির সরদার (ব্রীজ) প্রতীক ১২৯২, ৫ নং ওয়ার্ড সাইফুল ইসলাম মুকুল (ডালিম) প্রতীক ৬৩২, ৬ নং ওয়ার্ড রেজাউল ইসলাম (পানির বাতল) প্রতীক ১০৪৯, ৭ নং ওয়ার্ড সাব্বির হোসেন মিকা (পাঞ্জাবী) প্রতীক ৫১২, ৮ নং ওয়ার্ড বিল্লাল হাসান (উটপাখি) ৯১৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড আশুর উদ্দিন (উটপাখি) প্রতীক ৬২৪ ভাট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সন্ধ্যায় দর্শনা অডিটোরিয়াম কমিউনিটি সেন্টার দর্শনা পৌর নির্বাচনের কট্রোল রুম থেকে ফলাফল ঘোষণা করেন জেলা নির্বাচন অফিসার তারেক আহম্মেদ।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার ইসাহাক আলী।

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির পৌর সম্মেলন

গতকাল শনিবার সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনাতয়নে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির পৌর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই নেতা কর্মীরা প্রেস ক্লাবের সামনে উপস্থিত হতে শুরু করে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক সুমন আশরাফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবু বিষ্ণুপদ রায়, রাশেদ মজমাদার আহবায়ক সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি, জয়নাল আবেদিন, শামীম আজাদ, অরবিন্দু বিশ্বাস, এড. সদর উদ্দীন ও ড.মিলন প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তারা দেশের উন্নয়ন এর বিভিন্ন কার্যক্রম এর চিত্র তুলে ধরে বলেন দেশে জাতীয় পার্টি এখন প্রধান বিরোধী দল। এমন এক দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন জাতীয় পার্টি বাংলাদেশে সরকার গঠন করবে।

পৌরসভা থেকে আগত সকল নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন আপনারা সকলে মন প্রাণ দিয়ে দলের পরিধি আরো বাড়িয়ে তুলবেন যেন সামনের দিনে জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করতে পারে।

এছাড়াও সম্মেলন থেকে পৌর জাতীয় পার্টির কমিটিতে সভাপতি রাকিবুল ইসলাম মুন্না এবং সম্পাদক হিসেবে মাসুমসহ নয়ঠি ওয়ার্ডের কমিটির নেতা কর্মীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে আ. লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর জয়

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে আ. লীগের বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী সহিদুজ্জামান সেলিম ৮ হাজার ৩’শ ৪ ভোট

পেয়ে বেসরকারি ভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল ৭ হাজার ১’শ ২৮ ভোট পেয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলা মিলনায়তনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন অফিসার রোকনুজ্জামান এই ফল ঘোষণা করেন।

এছাড়াও সাধারণ কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন (১ নং ওয়ার্ডে) মাহবুব খান হানিফ, (২ নং ওয়ার্ডে) আব্দুল মাজেদ, (৩নং ওয়ার্ডে) মোঃ জাহিদ হোসেন, (৪নং ওয়ার্ডে) সুব্রত চক্রবর্তী (৫নং ওয়ার্ডে) শেখ সোহেল আরমান, (৬ নং ওয়ার্ডে) মোঃ শরিফুল ইসলাম, (৭ নং ওয়ার্ডে) খায়রুল ইসলাম, (৮নং ওয়ার্ডে) সোহেল আল-মামুন এবং (৯ নং ওয়ার্ডে) মোঃ রকিব উদ্দীন।

এছাড়াও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর হিসেবে রত্না পারভিন বেলী (১,২,৩), গাজী তানজিমা পিউলি (৪,৫,৬) ও মোছাঃ শারমিন আক্তার সাথী (৭,৮,৯) বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এর আগে সকাল ৮ টা হতে বিকাল ৪ পর্যন্ত পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ১৪টি কেন্দ্রের ১৮টি বুথে উৎসব মুখর পরিবেশ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়। কনকনে শীতের সকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করেন।